দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জাতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে, এর আওতায় থাকবে পিজি ও ১৩ মেডিক্যাল কলেজ

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠকে সিদ্ধান্ত রাজধানীতে দু'টি নয়া হাসপাতাল

সরকার মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে নগরীতে একটি জাতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও দুটি সাধারণ মেডিক্যাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবর বাসসর।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপস্থাপন অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ, চিকিৎসকদের দাবি বিবেচনা এবং জাতীয় পর্যায়ে দেশের চিকিৎসা শিক্ষাকে সুসমন্বিত করার বাস্তবতা ও দেশে চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে একটি জাতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আইপিজিএমআরসহ দেশের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সব ক'টিকে প্রস্তাবিত জাতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হবে।

মহানগরীর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলায় রাজধানীর মিরপুর-পল্লবী এলাকা এবং বাসাবো-খিলগাঁও-মুগদাপাড়ায় দুটি ৫শ' শয্যাবিশিষ্ট নতুন জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তিন ঘন্টার বেশি সময় স্থায়ী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪৬০টি উপজেলার সব ক'টি স্বাস্থ্য

(৭- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

জাতীয় মেডিক্যাল

(৮-এর পাতার পর)

কমপ্লেক্সকে পুরোপুরি সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বেগম জিয়া জেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালকে স্বনির্ভর করা ও নির্দেশ দেন-যাতে করে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য অন্য শহরে ছুটতে না হয়।

কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী এবং শীর্ষ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তারা বৈঠকে যোগদান করেন। এতে পূর্বের মতো পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় নিজ নিজ সার্ভিস প্রদানে খাতওয়ারী উদ্যোগ গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে আগামী জুলাই থেকে তিন বছরমেয়াদী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আইএমইডি এবং লন্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এ্যান্ড হাইজিনের সুপারিশের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুমতিদানেরও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সহযোগী হিসাবে দু'জন স্থানীয় বাংলাদেশী চিকিৎসক থাকতে হবে। এই সিদ্ধান্তে বাংলাদেশী রোগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা লাভ, স্থানীয় চিকিৎসকদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান উন্নয়ন এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। বর্তমানে বিপুলসংখ্যক রোগী চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

বৈঠকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থানরত চিকিৎসক ও সেবিকাদের শূন্য পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান এবং কিডনি, ক্যান্সার ও চিবিসহ সকল বিশেষায়িত হাসপাতালকে স্বায়ত্তশাসনদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকারী হাসপাতাল ও কলেজের রক্ষণাবেক্ষনের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বৈঠকে সরকারী হাসপাতালসমূহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা সার্ভিস, খাদ্য সরবরাহ ও লন্ড্রি সার্ভিস পর্যায়ক্রমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এতে চিকিৎসক ও সাধারণ কর্মকর্তা উভয়ের পদোন্নতির সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডার পুনর্বিন্যাসের পদক্ষেপ গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ও গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। ড. মোশাররফ জানান যে, বগুড়ায় ৫শ' শয্যার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, মহাখালীতে ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে একে হাসপাতালে পরিণত এবং আগারগাঁও-এ জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলেছে।